জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৩, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

বাঙালি সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম*
মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম**

Abstract

Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom and any other capabilities and habits acquired by a man as a member of society. Every nation has its own culture and traditions. Culture is reflected through its architecture, literature, music, painting, clothing and behavior. Bangladesh is an independent country with a population of around 169 million people. The country has a Bengali Muslim majority. The history of Islam in Bengal is very ancient and prosperous. It is divided into two phases. The First phase is the period of maritime trade with Arabia and Persia between the 8^{th} and 12^{th} centuries. The second phase covers centuries of Muslim dynastic rule after the Muslim conquest in Bengal in 1204. Bengali has a rich and diverse culture. Islam has a great influence on Bengali Culture. There are a lot of things in Bengali and Bangladeshi culture that are justified in and approved by Islam. This article is an attempt to focus on Islamic elements in Bengali culture.

চাবিশব্দ: বাঙালি, সংস্কৃতি, ইসলাম, কুরআন, হাদিস

ভূমিকা

সংস্কৃতি শব্দটি সংস্কার থেকে গঠিত। অভিধানে তার অর্থ- কোনো জিনিসের দোষ ত্রুটি বা ময়লা-আবর্জনা দূর করে তাকে ঠিক ঠাক করে দেয়া। সংস্কৃতির মূল কথা নিজেকে সুন্দর করা, সভ্য করা। প্রেম ও সৌন্দর্য সংস্কৃতির মূল আশ্রয়। এ আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হলে সংস্কৃতি ধ্বংস হয়। জীবনের সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্যেই সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ। জীবনচর্চার পরিশীলিত, পরিমার্জিত দিকটাকেই সংস্কৃতি বলা যায়। সব মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি এক রকম নয়। স্থান-কাল-পরিবেশের কারণে সংস্কৃতির মধ্যে নানা বৈচিত্র্য ঘটে। সংস্কৃতির বৈচিত্র্য সাধনে ক্ষেত্রবিশেষে যেসব প্রাকৃতিক উপাদান ক্রিয়াশীল, সেগুলোকে স্থান, কাল, আবহাওয়া, ভাষা, বর্ণ, খাদ্য ইত্যাদি রূপে চিহ্নিত করা যায়। অঞ্চলভেদে বিশাল পৃথিবীতে গ্রীষ্মমণ্ডল, শীতপ্রধান অঞ্চল, নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে, কোথাও সবুজ অরণ্যানী, কোথাও ধূ ধূ মরুভূমি, কোথাও শস্যশ্যামল উর্বরা ফসলের মাঠ, কোথাও সাগর-জলাশয়, কোথাও সুউচ্চ পাহাড়। শীত-গ্রীষ্ম-নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে আবহাওয়ার উল্লেখযোগ্য তারতম্য ঘটে। আবহাওয়ার কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশে যেমন বৈচিত্র্য ঘটে, জীবজন্তু-প্রাণীর জীবনযাত্রা প্রণালীতেও তেমনি বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। এক এক অঞ্চলের খাদ্য, বেশ-ভূষা প্রভৃতি সবকিছুতেই দৃশ্যমান পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এ পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে। আলোচ্য প্রবন্ধে বাঙালির দেশীয় সংস্কৃতির মধ্যে ইসলামের যে প্রভাব পড়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
** সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটি (Qualititive) গুণগত রীতির (Analytical) বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণে রচিত হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য-উপাত্তের জন্য কুরআন, হাদিস ও বিভিন্ন মুসলিম মনীষীর মৌলিক রচনার উপর নির্ভর করা হয়েছে। দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে বিভিন্ন প্রবন্ধ, সাময়িকী ও ইন্টারনেটের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। উদ্ধৃতি ও তথ্যসূত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিকাগো স্টাইল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো, সংস্কৃতি একটি সমাজের দর্পণ। বাঙালি সংস্কৃতি অত্যন্ত প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। বাঙালির বিভিন্ন সংস্কৃতিতে মিশে আছে ইসলামের অনেক উপাদান যা আমাদের অনেকেরই অজানা। মূলত এ সম্পর্কে সকলকে অবহিত করার জন্যই এই প্রয়াস; যাতে করে সকল মুসলিম এটি জেনে ইবাদত হিসেবে পালন করতে পারে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলাদেশে বিদ্যামান বিভিন্ন বাঙালি সংস্কৃতির উপর কুরআন-হাদিস ভিত্তিক কোনো যুগোপযোগী গবেষণা হয়নি বললেই চলে। তবে কতিপয় ইসলামি গবেষক শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে কলম ধরেছেন যা অতি সামান্য। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ ও গবেষণাকর্ম হলো এ কে এম শওকত আলী খান রচিত স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস, গ্রন্থটি ২০১৪ সালে গ্রন্থ কুঠির থেকে প্রকাশিত হয়েছে। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, রসুলুল্লাহ সা. এর দৃষ্টিতে সংস্কৃতির রূপরেখা (প্রবন্ধ), অগ্রপথিক (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), আগস্ট, ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃ. ১৭। মুহাম্মদ আবদুর রহীম কর্তৃক বিরচিত শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, গ্রন্থটি খায়রুন প্রকাশনী থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত। এছাড়াও কিছু জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সংস্কৃতি ও ইসলামি সংস্কৃতি বিষয়ে কিছু কলাম প্রকাশিত হয়েছে। তবে সেসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহে সংস্কৃতি, বাঙালি সংস্কৃতি এবং ইসলামি সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকলেও বাঙালি সংস্কৃতিতে ইসলামি উপাদান সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পায়নি।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা

সংস্কৃতি শব্দের আভিধানিক অর্থ কৃষ্টি, চিৎপ্রকর্ষ।[১] সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Culture[২]-এর আভিধানিক অর্থ হালচাষ, কর্ষণ ও কৃষিকার্য।[৩]

সংস্কৃতি শব্দটির আভিধানিক অর্থ চিৎপ্রকর্ষ বা মানবীয় বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ সাধন। ইংরেজি Culture-এর প্রতিশব্দ হিসেবে সংস্কৃতি শব্দটি ১৯২২ সালে বাংলায় প্রথম ব্যবহার করা শুরু হয়।[৪]

কোনো স্থানের মানুষের আচার-ব্যবহার, জীবিকার উপায়, সংগীত, নৃত্য, সাহিত্য, নাট্যশালা, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়, তাই সংস্কৃতি।[৫]

কোনো জাতির বৈশিষ্ট্যসূচক শিল্প-সাহিত্য, বিশ্বাস, সমাজনীতি ও মানসিক বিকাশের অবস্থাকে সংস্কৃতি বলে।[৬]

সংস্কৃতি হল টিকে থাকার কৌশল এবং পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র সংস্কৃতিমান প্রাণী। মানুষের এই কৌশলগুলো ভৌগোলিক, সামাজিক, জৈবিকসহ নানা বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে।[৭]

স্যামুয়েল পুফেনডর্ফের সংজ্ঞা অনুযায়ী, সংস্কৃতি বলতে সেই সকল পন্থাকে বোঝায় যার মধ্য দিয়ে মানব জাতি তাদের প্রকৃত বর্বরতাকে কাটিয়ে ওঠে এবং ভ্রান্তিমূলক কৌশলের মাধ্যমে পূর্ণরূপে মানুষে পরিণত হয়।[৮]

এ সব সংজ্ঞা হতে যে কথাটি সহজে বেরিয়ে আসে তা হল জীবনের মূল্যবোধ ও তার বহিঃপ্রকাশই হল 'কালচার' বা সংস্কৃতি।

আসলে 'সংস্কৃতি' শব্দটি অসংস্কৃত বা অপরিচ্ছন্ন শব্দেরই পরিচ্ছন্ন বা বিশুদ্ধরূপ। **১১**শ শতাব্দীতে সেন রাজাগণ বঙ্গদেশ অধিকার করার পরে এদেশে উঁচু মহলে প্রবর্তিত ভাষার বিকৃতি সহ্য করতে না পেরে সে ভাষাকে সংস্কৃত করেছিলেন। এ জন্যই এ অঞ্চলে তা সংস্কৃত ভাষা বলে প্রচলিত।[৯]

এর সাধারণ বোধগম্য অর্থ হলো, মার্জিত রুচি ও উত্তম স্বভাব। ভদ্রজনিত আচার আচরণের অর্থেও শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেমন অশিক্ষিত ও অমার্জিত স্বভাবের লোকদেরকে Uncultured এবং সুশিক্ষিত, সুরুচি সম্পন্ন ও ভদ্র আচরণ বিশিষ্ট মানুষকে Cultured Man বলা হয়। আসলে এ তিনটি (সংস্কৃতি, কালচার ও সাকাফাহ) শব্দেই ঠিকঠাক করা, সংশোধন করা ও পরিশুদ্ধ করার অর্থ নিহিত রয়েছে। এর পারিভাষিক সংজ্ঞাতেও এ অর্থটি পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে।[১০]

বাঙালি সংস্কৃতি বলতে সাধারণত বোঝানো হয় বিশেষ সমাজের সাহিত্য, সংগীত, ললিত কলা, ক্রীড়া, মানবিকতা, জ্ঞানের উৎকর্ষ ও আরো অনেক শান্তি ও সৌন্দর্যের সমাহার। এর পরও, ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখলে সংস্কৃতি হলো মানুষের জ্ঞান, আচার-আচরণ, বিশ্বাস, রীতিনীতি, নীতিবোধ, চিরাচরিত প্রথা, সমষ্টিগত মনোভাব, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং অর্জিত কীর্তিসমূহ। নৃতাত্ত্বিক দিক দিয়ে সংস্কৃতি আবার ভিন্ন ধরনের একটি জটিল ধারণা। যেহেতু সব সংস্কৃতিই উৎস, বিকাশ, মূল্যবোধ এবং সংগঠনের দিক দিয়ে বিশিষ্ট, তাই বাহ্যিক রূপরেখা, তার বিবিধ প্রকাশ এবং নির্যাসে এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতি থেকে যথেষ্ঠ পৃথক। হাজার হাজার বছর ধরে নানা নৃতাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় গোষ্ঠী ও শাখা-গোষ্ঠী, নানা শ্রেণির মিলন, পারস্পরিক প্রভাব এবং সমন্বয়ের ফলে গড়ে উঠেছে বঙ্গীয় সংস্কৃতি। বহু শতাব্দী ধরে সংস্কৃতির বিভিন্ন, এমনকি, পরস্পর-বিরোধী উপাদানের সহাবস্থান এবং সমন্বয়ের ফলে বঙ্গীয় অঞ্চলে বাঙালিত্বের এমন এক বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে যাকে বলা যায় বঙ্গীয় সংস্কৃতি এবং এক কথায় বলা যায় বঙ্গদেশ ও বাংলাভাষীদের সংস্কৃতি।[১১]

বাঙালি সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব

ক. অনাড়ম্বর জীবন-যাপন : ক্রমবর্ধমান বিলাসবহুল জীবনযাত্রার মধ্যেও বাঙালিরা জৌলুসমুক্ত অনাড়ম্বর জীবনধারা পছন্দ করে থাকে। এ সম্পর্কে একটি অতি পরিচিত ও প্রাচীন প্রবাদ হলো "মাছে ভাতে বাঙালি" তথা মাছে ভাতে বাঙালি বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে। সাধারণত বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ ভাত, মাছ, ডাল, শাক

সবজি, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি খেয়ে থাকে। বেশির ভাগ মানুষ তিন বেলাতেই ভাত খায়; তবে অনেকে ভাতের বদলে রুটিও খেয়ে থাকে। অতি অল্পতেই তারা তুষ্ট থাকে। আমরা যদি ইসলামি জীবন-যাপনের দিকে দৃষ্টি দেই তাহলে দেখবো যে, এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর কঠোর ঘোষণা রয়েছে এভাবে,

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيۡنَيۡكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعۡنَا بِهِۦٓ أَزۡوَٰجٗا مِّنۡهُمۡ زَهۡرَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا لِنَفۡتِنَهُمۡ فِيهِ.

"দুনিয়ার জীবনের যে জাকজমক ও সৌন্দর্য তাদের কিছু দলকে পরীক্ষা করার জন্য আমি ভোগ করতে দিয়েছি, আপনি কিছুতেই সেদিকে আপনার চোখদ্বয়কে প্রসারিত করবেন না।"[১২]

এ সম্পর্কে হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْكِبِى فَقَالَ : كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ.

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : (একদা) রাসুলুল্লাহ সা. আমার কাধ ধরে বললেন : দুনিয়াতে এমনভাবে থাকো যেনো তুমি একজন বিদেশি অথবা পথিক।[১৩]

এ সম্পর্কে মুজাহিদ রহ. বলেন; আব্দুল্লাহ ইবন উমার রা. আমাকে বলেছেন :

إِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ غَدًا "

"তুমি সকালে উপনীত হয়ে বিকালের জন্য নিজেকে অস্তিত্ববান মনে করো না এবং বিকালে উপনীত হয়ে সকালের জন্য নিজেকে অস্তিত্ববান মনে করো না। অসুস্থ হওয়ার পূর্বে তোমার সুস্থতার এবং মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনের সুযোগকে কাজে লাগাও। কেননা, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি তো জান না যে, আগামীকাল তুমি কী নামে অভিহিত হবে?"[১৪]

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক নবী-রাসূল ও তাঁর সাহাবীগণের জীবন ছিলো অত্যন্ত সহজ সরল এবং অনাড়ম্বর। তাঁদের চিন্তা ও চেতনার মধ্যে ঘোর-প্যাঁচ কিংবা জটিলতার লেশমাত্র ছিলো না। উদার প্রকৃতির মতই তাঁদের মন ছিল উন্মুক্ত, কিন্তু মেজাজ ছিল তীক্ষ্ণ। তাই বলা যায় যে, বাঙালি সংস্কৃতিতে ইসলামের এ মহান শিক্ষার প্রভাব রয়েছে।

খ. সামাজিক ঐক্য : মানবতার ঐক্য ও সংহতি জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি বৃদ্ধি করে, চেতনা ও মনোবল সুদৃঢ় করে। বাঙালি জাতির একটি বহুল প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ সংস্কৃতি হলো সামাজিক ঐক্য। তারা হুজুগে ও দীর্ঘমেয়াদী ফলাফলের কথা না ভেবে সবাই মিলে যে কোনো কাজে লাফিয়ে পড়তে পছন্দ করে। যেমন : কারো বিপদ হলে, কেউ অসুস্থ হলে, কারো দুর্ঘটনা ঘটলে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে থাকে। আর ইসলাম মূলত এই সামাজিক ঐক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যা আমাদের দেশের বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে প্রবল। মানুষের মধ্যে এই সামাজিক ঐক্য সম্পর্কে মহান আল্লাহর ঘোষণা :

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ . وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ.

“নিশ্চিত জেনো, এই তোমাদের উম্মাহ, এক উম্মাহ (তাওহীদের উম্মাহ) এবং আমি তোমাদের রব। সুতরাং আমার ইবাদত কর। কিন্তু তারা নিজেদের দ্বীনকে নিজেদের মাঝে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে। (তবে) সকলেই আমার কাছে ফিরে আসবে।”[১৫]

এ ছাড়া হাদিসেও প্রত্যেক আল্লাহর বান্দাহকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল, ঐক্যবদ্ধভাবে ভাই ভাইয়ের সম্পর্কের মতো থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْواناً .

আবূ হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা প্রত্যেক আল্লাহর বান্দাহ পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।[১৬]

গ. **অভিভাবকদের মাধ্যমে বিবাহ :** ছেলে-মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হলে তাদের বিবাহ দেয়া আবশ্যক; আর এ দায়িত্বটি বর্তায় পিতা-মাতা, বড় ভাই, চাচা ও বয়স্ক তথা অভিভাবকদের ওপর। আর এটি বাঙালি জাতির একটি আবহমানকালের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। মাত্র দু-একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত বাঙালি জাতির মধ্যে অভিভাবকদের মাধ্যমেই বিবাহ-শাদীর আয়োজন করা হয়ে থাকে। যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামাজিকতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিবাহ-শাদীতে পিতামাতা বা অভিভাবকদের কোনো স্থান থাকে না; যে যাকে ইচ্ছা তাকেই বিবাহ করছে, আর যে যাকে ইচ্ছা ত্যাগ করছে। অথচ বাঙালি জাতির ক্ষেত্রে তা পরিলক্ষিত হয় না। তাই বলা যায় যে, এটি নিঃসন্দেহে বাঙালিদের একটি সম্মানের বিষয়ও বটে। যা জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই অনুসরণ করে থাকে। এটি বাঙালি সংস্কৃতিতে ইসলামের একটি অন্যতম প্রভাব। কারণ ইসলামে অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অভিভাবক ব্যতীত বিবাহকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ : فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ .

“আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কোনো নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে তার সে বিয়ে বাতিল। তিনি একথাটি তিনবার বলেছেন। আর সে যদি তার সাথে সহবাস করে, তাহলে এজন্য তাকে মোহর দিবে। যদি উভয় পক্ষের (অভিভাবকদের) মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে শাসক হবেন তার অভিভাবক। কারণ যাদের অভিভাবক নাই তার অভিভাবক শাসক।”[১৭]

হাদিসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ .

আবূ মূসা আল-আশআরী রা. হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন অভিভাবক ছাড়া কোনো বিয়েই হতে পারে না।[১৮]

এ ছাড়া হাদিসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

"ওয়ালী (অভিভাবক) এবং দুইজন উত্তম চরিত্রের সাক্ষী ব্যতীত কোনো বিবাহ (বৈধ) হবে না"।[১৯]

বিয়ের জন্য ছেলেদের শুধু নিজের সম্মতি প্রয়োজন। কিন্তু মেয়ের নিজের সম্মতির সাথে অভিভাবকের সম্মতিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে একটা স্পষ্ট কথা মেয়েদের জেনে রাখা উচিত যে, যত যাই হোক না কেন, তাঁর অভিভাবকের সম্মতি ব্যতীত কোনো বিয়ে নিন্দনীয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস এ ব্যাপারটিই নির্দেশ করে।

ঘ. **বিবাহপূর্ব প্রেম অপছন্দনীয় :** বাঙালি সমাজে বিবাহপূর্ব প্রেম-ভালোবাসা, দুজন নারী-পুরুষের মধ্যকার এই সম্পর্কটিকে অত্যন্ত বাঁকা চোখে দেখা হয়ে থাকে। প্রেমিকযুগলকে তাঁদের সম্পর্কের পরিণতি দিতে সম্মুখীন হতে হয় অনেক বাধাবিপত্তির; শুনতে হয় কতশত কটু কথা; পড়তে হয় বিব্রতকর অবস্থায়। এ তো গেল সাধারণ পরিস্থিতির কথা! কিন্তু যখন এ সম্পর্কে এসে পড়ে কিছু ভিন্ন ধরনের প্রসঙ্গ, তখন তা জন্ম দেয় আরো বিতর্কের। তাই বিবাহপূর্ব ও বিবাহবহির্ভূত প্রেম-ভালোবাসা বাঙালি জাতির মধ্যে একেবারেই অপছন্দনীয়; এ জন্য এ বিষয়টি বাঙালি জাতির মধ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে খুব সামান্যই দেখা যায়। এটি বাঙালি জাতির অন্যতম একটি সংস্কৃতি। বিশেষ করে অভিজাত পরিবার কখনই এ বিষয়টি মেনে নেয় না; যে কারণে ক্ষেত্রবিশেষ যদি এমন ঘটনা ঘটেও যায় তারপর তারা কখনও তা মানতে পারেন না ফলে উভয়ের মধ্যে বিবাদ-বিরোধ এমনকি মৃত্যুর ঘটনা পর্যন্তও ঘটে।[২০] যদিও এ জঘন্যতম কাজ পৃথিবীর কোনো কোনো রাষ্ট্রে অপরাধ বলে বিবেচিত নয়।

'প্রেমিকের কোলে যুবতীর লাশ' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে, শাহীন নামের এক প্রতারক বিলকিস নামের এক তরুণীর সাথে প্রেম করে। সে বিবাহিত হয়েও বিলকিসের সাথে অবিবাহিত পরিচয়ে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। বিলকিস (১৭) সে বিষয়টি নিয়ে শাহীনের সাথে আলোচনা করে ঢাকা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আসে এবং বিয়ে করতে বলে। শাহীন এতে অস্বীকৃতি জানালে বিলকিস তার ব্যাগ থেকে বিষের শিশি বের করে তা পান করে। মুমূর্ষ অবস্থায় শাহীন নিজেই তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে সে মারা যায়।"[২১] এছাড়া 'বিয়েতে প্রেমিকের আপত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর আত্মহত্যা'[২২], 'ধর্ষণের পর দুই প্রেমিক বালিশ চাপা দিয়ে খুন করে সোনিয়াকে'[২৩], 'ধরা পড়ার ভয়ে রুমিকে ২৮ টুকরো করে বাচ্চু'[২৪] ইত্যাদি খবর প্রতিনিয়ত আমরা জাতীয় দৈনিকে দেখতে পাই।

প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়টি একটি অসভ্যতা ও জঘন্য কাজ বলে আমাদের সমাজে পরিচিত। আর এ বিষয়টি সম্পর্কে ইসলামের বিধান অত্যন্ত কঠোর ও স্পষ্ট। ইসলামে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ছাড়া আর কোনো নারী পুরুষের প্রেম বৈধ নয়। সেটা বিয়ের আগে হোক আর পরে হোক। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর ঘোষণা:

وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَان.

"এবং মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, যদি তোমরা তাদের মাহ্‌র প্রদান করো বিবাহের জন্য-প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা গোপন প্রণয়িনী গ্রহণের জন্য নয়। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে লালসা পূরণ কিংবা গোপনে লুকিয়ে প্রেমলীলা করবে না।"[২৫]

ইসলামে গাইরে-মোহরেম নারী-পুরুষের মাঝে প্রেম-ভালবাসা নিষিদ্ধ, এটি চরম গুনাহের কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَان.

"সুতরাং তাদেরকে বিবাহ করবে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তাদেরকে তাদের মাহ্‌র ন্যায়সংগতভাবে দিবে। তারা হবে সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নয় ও উপপতি গ্রহণকারিণীও নয়।"[২৬]

আর এ কারণেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা ও পরস্পর দৃষ্টি বিনিময়কে হারাম ঘোষণা করেছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

"মু'মিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; ইহাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।"[২৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেমিক-প্রেমিকাদের মাঝে যেসব দেখা সাক্ষাত, ঘুরাফিরা সংঘটিত হয়ে থাকে সেগুলোকেও যিনা-ব্যভিচার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে,

فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ، وَزِنَا الرِّجْلَيْنِ الْمَشْيُ، وَزِنَا الْفَمِ الْقُبَلُ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ.

"দুই চক্ষুর যিনা হচ্ছে- দেখা, দুই হাতের যিনা হলো হাত দিয়ে স্পর্শ করা, দুই পায়ের যিনা হচ্ছে- হাঁটা, জিহ্বার যিনা হচ্ছে- কথা বলা, অন্তর কামনা-বাসনা করে; আর যৌনাঙ্গ সেটাকে বাস্তবায়ন করে অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।"[২৮]

৬. **বিবাহপূর্ব ও বিবাহবহির্ভূত শারীরিক সম্পর্ক অপরাধ:** পৃথিবীর সকল ধর্মেই বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন সভ্যতা ও ধর্মে বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ককে আখ্যা দেয়া হয়েছে পাপ হিসেবে এবং এর জন্য রয়েছে বিশেষ শাস্তি। অনেক ক্ষেত্রেই প্রেমের সময়ে শারীরিক সম্পর্ক দাম্পত্য পরবর্তী জীবনে নানাবিধ সমস্যা ডেকে আনে। এছাড়া বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ,

অকাল গর্ভপাতের মতো বড় বড় সমস্যা। মোটকথা, সমাজ বা ধর্ম কোনোভাবেই প্রেমের সময়ে ও বিবাহ পূর্ববর্তী পরনারী-পুরুষের সাথে শারীরিক সম্পর্ককে স্বীকৃতি দেয় না। কিন্তু প্রেমের আবেগের স্রোতে ভেসে গিয়ে প্রেমিকযুগল সবকিছু ভুলে গিয়ে লিপ্ত হন শারীরিক সম্পর্কে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে এটি কোনো ব্যাপার না হলেও বাঙালি সংস্কৃতিতে এটি একটি বিতর্কিত বিষয় ও জঘন্য অপরাধ হিসেবে গণ্য। অস্বীকার করার উপায় নেই আমাদের সমাজে লিভ টুগেদার করার প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সামাজিকভাবে স্বীকৃত না হলেও গোপনে গোপনে অনেক প্রেমিকযুগলই লিভ টুগেদার করে থাকে। একই ছাদের নিচে তারা স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করে বিয়ে না করেই। অনেকেই স্বামী-স্ত্রীর মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বাসা ভাড়া করে থাকে। যারা একা থাকে বা পরিবার থেকে দূরে থাকে, তাদের মধ্যেই এই প্রবণতা বেশি দেখা যায়।[২৯] এ বিষয়গুলো আবার কোনো কোনো রাষ্ট্রের আইনে অপরাধ বলেও মনে করা হয় না; আর যা অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত হয় তাও আবার অতি সামান্য। তবে বিবাহ বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্ককে বাঙালি সংস্কৃতিতে যেমন ঘৃণার চোখে দেখা হয় আবার এটি আইনের চোখে অপরাধ বলেও সাব্যস্ত।[৩০] আর বিবাহপূর্ব ও বহির্ভূত এ সব পরকীয়া ও শারীরিক সম্পর্কে মুকুলেই ভেঙে যায় অনেক সংসার; ঝরে যায় অনেক সোনার ফুল।[৩১]

'প্রবাসীর স্ত্রী উধাও' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায়, নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার পবনপুর গ্রামের মোঃ আব্দুর রহিম একজন প্রবাসী। দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকাতে তার স্ত্রী শিরিন বেগমের ঢাকার রামপুরার বারেক নামের এক যুবকের সাথে পরকীয়া সম্পর্ক গড়ে উঠে। সুযোগ বুঝে শিরিন গত ২৮/৩/১১ তারিখে স্বামী রহিমের দেওয়া গচ্ছিত কয়েক লাখ টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে ঐ যুবক বারেকের সাথে পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে থানায় মামলা না করার জন্য শিরিন তার স্বামী রহিম ও শাশুড়িকে হুমকি প্রদান করে। রহিমের মা থানায় জিডি করলেও তখন পর্যন্ত কোনোব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।"[৩২] এছাড়া "পরকীয়ার জের ধরে রূপগঞ্জে গৃহবধূর আত্মহত্যা স্বামী গ্রেফতার'[৩৩], 'লাশ তিন টুকরো করে বস্তায় ভরে নদীতে ফেলে দেই'[৩৪], 'পরকীয়াঃ রাজবাড়িতে গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ'[৩৫], 'পরকীয়া সফল করতে স্বামী খুন স্ত্রী গ্রেফতার'[৩৬], 'সাভারে গৃহবধূকে গলা কেটে হত্যা'[৩৭] ইত্যাদি খবর প্রতিনিয়ত আমরা জাতীয় দৈনিকে দেখতে পাই।

ইসলামে এটি জঘণ্য অপরাধ বলে সাব্যস্ত এবং এর শাস্তিও খুব ভয়াবহ। অবিবাহিত নারী-পুরুষ যদি এমন কোনো ঘৃণিত কর্মে লিপ্ত হয় তাদেরকে একশত বেত্রাঘাত করার বিধান ইসলামে রয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী-তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে, আল্লাহ্র বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন এদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"[৩৮]

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর আরো কঠোর ভাষ্য হলো :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .

"ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীকে অথবা মুশরিক নারীকে ব্যতীত বিবাহ করে না এবং ব্যভিচারিণীকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত কেউ বিবাহ করে না, মু'মিনদের জন্য তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।"[৩৯]

চ. **পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা :** যে পরিবারে পুরুষের মাধ্যমে বংশ পরিচয় নির্ধারণ করা হয় এবং পুরুষকেই পরিবারের কর্তা বলে স্বীকার করা হয় তাকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বলা হয়। এক্ষেত্রে পরিবারের সকল দায়িত্ব পুরুষের হাতেই ন্যস্ত থাকে এবং পিতাই সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক, মালিক ও প্রশাসক হিসেবে কাজ করে থাকে। সন্তান-সন্ততি স্ত্রী ও ভাই-বোনেরা তার অধীনস্ত পরিবারের সদস্য। পিতার অবর্তমানে বড় ছেলের ওপর পরিবারের ভরণ-পোষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব অর্পিত হয়। বর্তমান বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই এ ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব বিদ্যমান। সামাজিক দিক থেকে বাঙালি সমাজ আগাগোড়াই পিতৃতান্ত্রিক। এ সমাজব্যবস্থাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাও বলা হয়ে থাকে। এটি ইসলামি সমাজ ও পরিবারের বিধানও বটে। তবে ইসলামের এ বিধানের মানে নারীকে হেয় করা নয়, বরং নারী-পুরুষ প্রত্যেকের যার যার অবস্থান অনুযায়ী সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত করা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ .

"পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে।"[৪০]

হাফেজ ইবনে কাসির অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেন : "পুরুষ নারীর তত্ত্বাবধায়ক। অর্থাৎ সে তার অভিভাবক, তার ওপর কর্তৃত্বকারী ও তাকে সংশোধনকারী, যদি সে বিপদগামী বা লাইনচ্যুত হয়।"[৪১]

মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন নেককার নারীগণ অনুগত অর্থাৎ তারা তাদের স্বামীদের বৈধ আদেশের আনুগত্য করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন :

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ

"নেককার স্ত্রীগণ অনুগত এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ যা সংরক্ষিত করেছেন তা হিফাজতকারিণী।"[৪২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইমাম আল-কুরতুবী রহ. বলেন :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ هَذَا خَبَرٌ ، وَمَقْصُودُ الأَمْرِ بِطَاعَةِ الزَّوْجِ وَالْقِيَامِ بِحَقِّهِ فِي مَالِهِ وَفِي نَفْسِهَا فِي حَال غَيْبَةِ الزَّوْجِ.

"আল্লাহর বাণী–নেককার নারীগণ অনুগত, লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযতকারিণী" এ এমন

এক খবর যা দ্বারা স্বামীর আনুগত্য ও স্বামীর অবর্তমানে তার সম্পদ ও নিজ সতীত্বের অধিকার সংরক্ষণ করার নির্দেশ প্রদানই উদ্দেশ্য।"[৪৩]

এ প্রসঙ্গে হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَال : قَال رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ ، قَال : ثُمَّ قَرَأَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ . الآيَةَ.

আবু হুরায়রা র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহ স. বলেছেন : "সর্বোত্তম স্ত্রী সেই মহিলা যখন তুমি তার দিকে তাকাবে তোমাকে আনন্দ দিবে, যখন তাকে কোনো নির্দেশ দিবে সে তা পালন করবে এবং যখন তুমি তার থেকে অনুপস্থিত থাকবে সে তার জীবন (সতীত্ব) ও তোমার সম্পদ সংরক্ষণ করবে।" বর্ণনাকারী বলেন : অতঃপর রসুলুল্লাহ সা. তিলাওয়াত করলেন: الرجال قوامون على النساء "পুরুষগণ নারীগণের দায়িত্বশীল।"[৪৪]

ছ. **সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিঃ** সমাজবদ্ধ মানুষ নানা ধর্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সকল ধর্মের মূল কথা প্রেম, মৈত্রী, শান্তি ও সম্প্রীতি। তাই যে দুর্লভ গুণ মানুষের কণ্ঠে পরিয়েছে বিজয়ীর বরণমালা, দিয়েছে বক্ষ-বিস্মৃত সাহস, শুনিয়েছে অমরত্বের মন্ত্র তা হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। এই গুণই মানব-সভ্যতাকে মহিমাময় করেছে। সাম্প্রতিক বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া বিভিন্ন বিরোধী সংস্কৃতিকেও কাছাকাছি নিয়ে আসছে এবং ধর্মসমূহ ও আঞ্চলিক সম্প্রদায়গুলো ঐক্যের ডাক দিচ্ছে। বাঙালি সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সাথে সমাজে বসবাস করা। যা আবহমানকাল থেকে বাঙালির একটি ঐতিহ্য হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করে। ইসলামের মতে, বিশ্বের সকল মানুষ পরস্পর ভাই-ভাই, একই আদি পিতা-মাতা আদম-হাওয়ার সন্তান। এতে দেশ, জাতি, ভাষা ও বর্ণের কোনো পার্থক্য নেই। ইসলাম ভিন্ন ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দিয়েছে। তাদের ধর্মগ্রন্থ, উপাসনালয়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা যাবে না। তাদের ধর্ম পালনে বাধা দেয়া যাবে না। আর ইসলামও একই কথা বলছে। ইসলাম শান্তি-সম্প্রীতি ও মানবতার ধর্ম। কোনরূপ সহিংসতা, বিবাদ-বিসংবাদের স্থান ইসলামে নেই। ন্যূনতম শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হয় এমন আচরণকেও ইসলাম প্রশ্রয় দেয় না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ.

"ফিৎনা-ফাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ।"[৪৫]

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন :

وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمۡ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرۡجِعُهُمۡ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ.

"তারা আল্লাহ তায়ালার বদলে যাদের ডাকে, তাদের তোমরা কখনও গালি দিও না, তাহলে তারাও শত্রুতার কারণে না জেনে আল্লাহ তায়ালাকে গালি দেবে। আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই তাদের কার্যকলাপ সুশোভনীয় করে রেখেছি, অত:পর সবাইকে একদিন তার রবের কাছে ফিরে যেতে হবে, তারপর তিনি তাদের বলে দেবেন, তারা দুনিয়ার জীবনে কে কী কাজ করে এসেছে।'[৪৬]

হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْواناً لاَ تَعَادَوْا وَلاَ تَبَاغَضُوا سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا.

আবূ হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা প্রত্যেক আল্লাহর বান্দাহ পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও এবং পরস্পর শত্রুতা পোষণ করো না, রাগারাগি করো না বরং একে অপরের কাছাকাছি হও ও সুসংবাদ দাও।[৪৭]

আমরা ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে, অমুসলিমদের প্রতিও কোনো অন্যায় আচরণ ইসলাম অনুমোদন করে না। শান্তি-সৌহার্দ্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষায় ইসলামের রয়েছে শ্বাশত আদর্শ ও সুমহান ঐতিহ্য। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতিটি আচরণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিরল ও প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মদীনা সনদ, হুদায়াবিয়ার সন্ধি, মক্কাবিজয়োত্তর সাধারণ ক্ষমা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সা. কর্তৃক বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে ক্ষমা ইত্যাদি বিষয়গুলো এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাই বলা যায় যে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, শান্তি, সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান ও সদ্ব্যবহার ইসলামের অনুপম শিক্ষা। আর এটি বাঙালি সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।[৪৮]

জ. **একই ভাষার বিভিন্ন বৈচিত্র্য বা উপভাষা :** সংস্কৃতির অন্যতম বাহন ভাষা। ভৌত এবং ভার্চুয়াল যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি বিশ্বজুড়ে ভাষা-সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটাচ্ছে প্রতিনিয়ত। ভাষার কথা চিন্তা করলে বলতে হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির ফলে প্রামাণ্য ভাষা আঞ্চলিক ভাষাগুলো দিয়ে এবং আঞ্চলিক ভাষাগুলো প্রামাণ্য ভাষা দিয়ে প্রভাবিত হচ্ছে। বাঙালি সংস্কৃতিতে উপভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন গ্রামে একই ভাষা বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন : টাকা কে টিহা, 'র' ধ্বনিকে 'ল'। যেমন: পূর্ববঙ্গের একটি উপভাষায় বলা হয়, 'আমি অহন ভাত খামু না' যা আদর্শ বাংলায় বলা হয়, 'আমি এখন ভাত খাব না।' একইভাবে ভাষার ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের নিজস্ব টান আছে। শুধু টানই নয়, কিছু উচ্চারণ ভ্রংশও আছে। তবে এ কথা সত্য যে, একই ভাষার বিভিন্ন উপভাষা বা বৈচিত্র্য বাংলাভাষাকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। ভাষার বৈচিত্র্য স্রষ্টার বিস্ময়কর নিদর্শন ও বিশেষ নিয়ামত। কেবল ভাষাই নয়; একই ভাষাভাষীর মধ্যে পৃথক ধ্বনি ও স্বর লক্ষ করা যায়। একইভাবে ভাষার ক্ষেত্রেও রয়েছে অনেক পার্থক্য। একই বাংলাভাষায় প্রধানত প্রায় ৫ ধরনের উপভাষা পরিলক্ষিত হয়।[৪৯]

বস্তুত ভাষা, বর্ণ ইত্যাদির পার্থক্য আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিকুশলতারই নিদর্শন। ভাষার বৈচিত্র্য মহান আল্লাহর বিস্ময়কর নিদর্শন ও বিশেষ নিয়ামত। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّلْعَٰلِمِينَ.

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।"[৫০]

আমরা যদি মহাগ্রন্থ আল-কুর'আন গবেষণা করি তাহলে দেখতে পাবো যে, একই আরবী ভাষা বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়। আর তার প্রমাণ হলো রাসুলুল্লাহ সা.-এর হাদিস :

عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَقْرَأَنِيْ جِبْرِيْلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيْدُهُ وَيَزِيْدُنِيْ حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

ইব্‌নু 'আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সা. বলেছেন, জিব্‌রীল আ. আমাকে একভাবে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আমি তাঁকে অন্যভাবে পাঠ করার জন্য অনুরোধ করতে লাগলাম এবং বার বার অন্যভাবে পাঠ করার জন্য ক্রমাগত অনুরোধ করতে থাকলে তিনি আমার জন্য তিলাওয়াতের পদ্ধতি বাড়িয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে তিনি সাত আঞ্চলিক ভাষায় তিলাওয়াত করে সমাপ্ত করলেন।[৫১]

এ প্রসঙ্গে হাদিসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ فَأَمَرَ عُثْمَانُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَسَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنْ يَنْسَخُوْهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ لَهُمْ إِذَااخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِيْ عَرَبِيَّةٍ مِنْ عَرَبِيَّةِ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوْهَا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوْا.

আনাস ইব্‌নু মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উসমান রা. যায়দ ইব্‌নু সাবিত রা., সা'ঈদ ইব্‌নুল 'আস রা., 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নু যুবায়র রা. এবং 'আবদুর রহমান ইব্‌নু হারিস ইব্‌নু হিশাম রা. কে পবিত্র কুরআন গ্রন্থাগারে লিপিবদ্ধ করার জন্য আদেশ দিলেন এবং তাদেরকে বললেন, আল কুরআনের কোনো শব্দের আরবী হওয়ার ব্যাপারে যায়দ ইবনু সাবিতের সঙ্গে তোমাদের মতভেদ দেখা দিলে তোমরা তা কুরাইশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে। কারণ, কুরআন তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তাঁরা তা-ই করলেন।[৫২]

উল্লিখিত হাদিসসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল কুরআনের এই ৭ হারফ আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ সা. কর্তৃক অনুমোদিত। আর এগুলো ছিলো আরবী ভাষার একটি বৈচিত্র্য ও উপভাষা।[৫৩]

ঝ. বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ : পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, ইসলামি পোশাক-পরিচ্ছদ বর্তমানে বাঙালি সংস্কৃতির ওপর বেশি প্রভাব ফেলছে। পোশাকের পরিবর্তন অবশ্য মহিলাদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মহিলারা শাড়ী বর্জন করে সালওয়ার-কামিজ পরতে আরম্ভ করেছেন। আর বিশেষ অনুষ্ঠানে পুরুষরা পাঞ্জাবি-পায়জামা পরিধান করে থাকেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবি বাংলাদেশী পুরুষদের অন্যতম অনুষঙ্গ। পূর্ব-দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে সেলাই করা বস্ত্র পরিধানের রীতি আদিমকালে ছিলো না; সেলাইবিহীন একবস্ত্র পরাটাই ছিলো পুরারীতি। ধুতি ও শাড়িই ছিলো প্রাচীন বাঙালির সাধারণ পরিধেয়, তবে অভিজাত পরিবারের লোকেদের ছিলো উত্তরবাসরূপে আর একখণ্ড

সেলাইবিহীন বস্ত্রের ব্যবহার, যা ছিলো পুরুষদের ক্ষেত্রে উত্তরীয়, নারীদের ক্ষেত্রে ওড়না। ওড়নাই প্রয়োজনমতো অবগুণ্ঠনের কাজ করতো। মহিলারা জাকজমকপূর্ণ পোশাক পরিচ্ছদ পড়তেন। তারা কামিজ ও সালোয়ার বা স্কার্ট পরিধান করতেন। উল্লেখ্য যে, যে সকল পোশাক নারীরা পরলে সাধারণত তাদের সৌন্দর্য বাইরে প্রকাশ পায় না; সে সকল পোশাক ইসলামি পোশাক হিসেবে বিবেচিত। আর এটি মূলত মহান আল্লাহর নির্দেশ; এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর ঘোষণা:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ .

"(আর মু'মিন নারীদেরকে বল,) তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে।"[৫৪]

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

"হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বল, 'তারা যেন তাদের জিলবাবের কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৫৫]

ঞ. **টাখনুর উপরে কাপড় পরিধান :** বাঙালি জাতির একটি অতি প্রাচীনকালের সংস্কৃতি হলো তারা পায়ের গোড়ালী নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরতো না। এটি পুরুষদের ক্ষেত্রে একটি ইসলামের অতীব জরুরী বিধান। ইসলামে টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা এবং অহংকার করাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এর শাস্তি খুব কঠিন। এ প্রসঙ্গে হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে,

ثَلَاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

"কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সেই তিন ব্যক্তি হল :) পায়ের টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী, দান করে খোটাদানকারী এবং মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রয়কারী।"[৫৬]

হাদিসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন :

إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ أَوْ لاَ جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ.

"মুমিন ব্যক্তির কাপড় নিসফে সাক তথা অর্ধ হাঁটু পর্যন্ত, এতে কোনো অসুবিধা নেই" (হাঁটু থেকে পায়ের তলার মধ্যভাগকে নেসফে সাক বলা হয়) অন্য বর্ণনায় রাসুলুল্লাহ সা. বলেন :

"পায়ের টাখনু এবং হাটুর মধ্যবর্তী স্থানে কাপড় পরিধান করাতে কোনো অসুবিধা নেই। যে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা হবে তা জাহান্নামে যাবে, এবং যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।"[৫৭]

ট. গায়ে হলুদ : গায়ে হলুদ বাঙালি জাতির বহু প্রচলিত সংস্কৃতির একটি। এটি মুলতঃ বিয়ে সম্পর্কিত একটি আচার যা বর ও কনে উভয় পক্ষ দ্বারা পালিত হয়। বরপক্ষ বা কনেপক্ষের পক্ষ হতে অপরপক্ষের আয়োজিত অনুষ্ঠানে নানান উপহারসামগ্রী পাঠানো হয়ে থাকে এই অনুষ্ঠানে। বাঙালি জাতির এ সংস্কৃতির সাথে ইসলামি সংস্কৃতির মিল কিছুটা পরিলক্ষিত হয়। তবে বিয়ের সময় বর ও কনের গায়ে হলুদ মাখানো ইসলামি শরিয়াতে তখনই সম্পূর্ণ জায়েজ ও পছন্দনীয় হবে; যখন তা শরীয়াহ পন্থায় হয়। হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا فَقَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

আনাস ইবন মালিক রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা.-এর কাছে আবদুর রহমান ইবন আউফ রা. উপস্থিত হইলেন। তাঁর (দেহে ও বস্ত্রে) হলুদ বর্ণের সুগন্ধি দ্রব্যের চিহ্ন ছিল। রাসুলুল্লাহ সা. তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আবদুর রহমান ইবন আউফ তাঁকে জানালেন তিনি বিবাহ করেছেন। রাসুলুল্লাহ্ সা. জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাকে কত মহর প্রদান করেছ? তিনি বললেন : এক (নাওয়া) খেজুরের বিচি পরিমাণ স্বর্ণ। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সা. বললেন : একটি বকরী দিয়ে হলেও (বিয়ের) অলীমা করো।[৫৮]

যেহেতু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সেহেতু 'গায়ে হলুদ' বা 'হলুদ বরণ' জায়েজ। তবে এক্ষেত্রে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যে, গায়রে মুহাররামগণ যেন বর ও কনেকে স্পর্শ করতে না পারে।[৫৯]

উপসংহার

বাঙালি সংস্কৃতি আজ বাঙালির প্রাণ। সংস্কৃতি যেকোনো সমাজের জীবনধারার চলমান অনুকৃতি। মানবজাতির প্রথম বিকাশের সময় থেকেই সংস্কৃতি মানবসমাজ ও প্রাণীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর নানামুখী সৃষ্টির মধ্যে মানুষই একমাত্র সংস্কৃতিমান প্রাণী। বাঙালিত্ব বিশেষ করে আধুনিক কালে বাঙালিদের সংস্কৃতি বিচিত্র রূপ লাভ করলেও, তার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙালি সমাজে স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হিসেবে এদেশের বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে ইসলামি সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয়েছে সেই আদিকাল থেকেই। আলোচ্য প্রবন্ধে এ বিষয়গুলোই তুলে ধরা হয়েছে; যা আমাদের বাস্তবজীবন গঠনে সোচ্চার ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তথ্যসূত্র

১. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১১০৩

২. Zillur Rahman Siddiqui, *Bangla Academy English-Bangla Dictionary* (Dhaka : Bangla Academy, 2012), P. 182.

৩. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, পৃ. ২৮৩

৪. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *একুশে ফেব্রুয়ারি সকল ভাষার কথা কয়*, (ঢাকা : সময় প্রকাশন, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২৬

৫. বদরুদ্দীন উমর, *সংস্কৃতির সংকট* (ঢাকা : মুক্তধারা প্রকাশনী, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ২৭

৬. Zillur Rahman Siddiqui, *Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, P. 182

৭. পূর্বপুরুষদের যেমন এই কৌশলগুলো ছিল তা থেকে উত্তরপুরুষেরা এই কৌশলগুলো পেয়ে থাকে। অধিকন্তু সময় ও যুগের প্রেক্ষিতেও তারা কিছু কৌশল সৃষ্টি করে থাকে। তাই বলা যায় সংস্কৃতি একদিকে যেমন আরোপিত অর্থাৎ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তেমনি তা অর্জিতও বটে।

-এ কে এম শওকত আলী খান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস* (ঢাকা : গ্রন্থ কুটির, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৪৭

৮. Velkley, Richard, *The Tension in the Beautiful: On Culture and Civilization in Rousseau and German Philosophy* (Chicago : The University of Chicago Press, W.D), P. 11-30.

৯. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *রসুলুল্লাহ সা. এর দৃষ্টিতে সংস্কৃতির রূপরেখা* (প্রবন্ধ), **অগ্রপথিক** (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), আগস্ট, ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃ. ১৭

১০. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ২৫০-২৫২

১১. বাংলা পিডিয়া, *বাঙ্গালি সংস্কৃতি*

১২. আল-কুর'আন, ২০ : ১৩১

১৩. বুখারী, আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরা, *আস-সহীহ* (বৈরূত : দারু ইবন কাছীর, ১৯৮৭ খ্রি.), হাদিস নং-৬০৫৩; আহমাদ, *আল-মুসনাদ* (কায়রো : মুআস্‌সাসাতু কর্দোভা, তা.বি.), হাদিস নং-৪৭৬৪

১৪. তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা, *আস-সুনান* (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, তা.বি.), হাদিস নং-২৩৩৩

১৫. আল-কুর'আন, ২১ : ৯২-৯৩

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ . فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ.

"নিশ্চিত জেনো, এই তোমাদের উম্মাহ, এক উম্মাহ (তাওহীদের উম্মাহ) এবং আমি তোমাদের রব। সুতরাং আমাকে ভয় কর। এরপর তারা নিজেদের দ্বীনের মাঝে বিভেদ করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রত্যেক দল (নিজেদের খেয়ালখুশি মতো) যে পথ গ্রহণ করল তাতেই মত্ত রইল। সুতরাং (হে পয়গাম্বর!) তাদেরকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মূর্খতায় ডুবে থাকতে দাও।"-আল-কুর'আন, ২৩ : ৫২-৫৩

১৬. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৯৭৬২

১৭. আবূ দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আশআশ আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনান* (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, তা.বি.), হাদিস নং-২০৮৫

১৮. তিরমিযী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১১০১।

১৯. আল বায়হাক্বী, *সহীহ আল-জামি'*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ৭৫৫৭

২০. এমন অসংখ্য ঘটনা আমাদের সমাজে প্রতিনিয়ত ঘটে চলছে; তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো :

কেসস্টাডি-১ : প্রেমে বাঁধা দেয়ায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে ময়না নামে (১৬) বছরের এক কিশোরী। নারায়নগঞ্জের বন্দর থানার কুমারপাড়া এলাকায়।- **বন্দরে প্রেমে বাঁধা দেয়ায় কিশোরীর আত্মহত্যা**, *যুগান্তর*, ০৪ জুলাই ২০১৮

কেসস্টাডি-২ : রাজশাহীর বাঘা উপজেলার সরেরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী পুথিরানী পদ্মার চরাঞ্চল এলাকার যুবক আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে মোবাইলের মাধ্যমে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ ঘটনাটি জেনে যায় তার পরিবার। পরিবারের লোকজন তার মোবাইলটি কেড়ে নিলে সে অভিমানে বিষপান করে। পরে পরিবারের লোকজন পুথিকে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত সাড়ে ৮টায় তার মৃত্যু হয়।-**প্রেমে বাঁধা দেয়ায় স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা**, *দৈনিক ইনকিলাব*, ৩১ মে, ২০১৭

কেসস্টাডি-৩ : ফরিদপুরে পাট মিলে শ্রমিকদের আবাসন কোয়াটার থেকে এক কিশোরীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃত ওই কিশোরীর নাম তামান্না আক্তার (১৪)। ওই কিশোরীর সাথে এক শ্রমিকের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ নিয়ে গত মঙ্গলবার কিশোরীর বাবা ও মা তাকে ভৎসনা করে কাজে চলে আসেন। রাত ৯টার দিকে ওই তরুণীর মা ঘরে ফিরে ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখতে পান। অনেক ডাকাডাকি করে ঘরের ভিতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে তিনি কৌশলে জানালা খুলে মেয়েকে ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে গলা ওড়না পেচানো ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান।-**প্রেমে বাঁধা দেয়ায় মা-বাবার সাথে অভিমান করে কিশোরীর আত্মহত্যা**, *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২৫ ডিসেম্বর ২০১৯

কেসস্টাডি-৪ : যশোরের মণিরামপুর উপজেলার হরিহরনগর ইউপির তেঁতুলিয়া গ্রামের সালামতপুর গ্রামে বোন কুলসুম বেগমের বাড়িতে বেড়াতে যান রুমা। এরপর বিকেলে গলায় ফাঁস দেন তিনি। রাজগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির এসআই শাহাবুর বলেন, দুই মাস আগে ঢাকায় কাজে যান রুমা এবং ছোট চাচি শাহানারা বেগমের বাসায় থাকতেন। সেখানে এক যুবকের সঙ্গে রুমার প্রেম হয়। বিষয়টি টের পেয়ে মঙ্গলবার দুপুরে রুমাকে নিয়ে কুলসুমের বাড়িতে আসেন শাহানারা। সেখানে তার সিমকার্ড ভেঙে ফেলেন কুলসুম ও শাহানারা। পরে অভিমানে আত্মহত্যা করেন তিনি।-প্রেমে বাধা, দুলাভাইয়ের বাড়িতে জীবন দিলেন নারী, *ডেইলি-বাংলাদেশ*, ৯ অক্টোবর ২০১৯

২১. *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৫ জুলাই ২০১১ খ্রি.

২২. *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২৫ এপ্রিল ২০১২ খ্রি.

২৩. *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৩ আগস্ট ২০১১ খ্রি.

২৪. *দৈনিক সমকাল পত্রিকা*, ৪ জুন ২০১২ খ্রি.

২৫. আল-কুর'আন, ৫ : ৫

২৬. আল-কুর'আন, ৪ : ২৫

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা সূয়ূতী বলেন:

{غير مسافحات} زانيات جهرا {ولا متخذات أخدان} أخلاء يزنون بهن سرا.

"مسافحات মানে প্রকাশ্যে ব্যভিচারকারিনী। আর متخذات أخدان অর্থ গোপনে যাদের সাথে ব্যভিচার করা হয়।"-মহল্লী, জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ও আস-সুয়ূতী, জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবন আবী বকর, *তাফসীরে জালালাইন* (কায়রো : দারুল হাদিস, তা.বি.), পৃ. ১৭৯

২৭. আল-কুর'আন, ২৪ : ৩০

২৮. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১০৯৩৩

২৯. গবেষণায় দেখা যায়, যে নারীর কোনো পুরুষের সাথে বিবাহপূর্ব শারীরিক সম্পর্ক থাকে তার দাম্পত্য জীবন কলহপূর্ণ ও খুবই নড়বড়ে। তার সংসার ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। বিয়ের পূর্বে অবৈধ সম্পর্কে সতীত্ব হারানো নারীর সংসার ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি পক্ষান্তরে কুমারী নারীর সংসার সুখের ও টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। কুমারী নারীর বিয়ে বিচ্ছেদের ঘটনা প্রায় শুন্যের কোটায়।

ব্রিটেনের সংবাদ মাধ্যমের বরাতে কুদরত ডটকম জানায়, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও বিয়ে পরবর্তীকালে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদের কারণ নিয়ে গবেষণা করা এক জরিপে দেখা যায় ১৬ থেকে ৪৪ বছর বয়েসী প্রত্যেক ব্রিটিশ নারী গড়ে ৭.৭ জন পুরুষের সাথে শারীরিক সম্পর্কে জড়িত আর আর প্রত্যেক ব্রিটিশ পুরুষ ১১.৭ জন নারীর সাথে শারীরিক সম্পর্কে জড়িত।

৩০. বাংলাদেশে প্রচলিত দন্ডবিধির ৪৯৩ ধারা থেকে ৪৯৮ ধারা পর্যন্ত বিয়ে-সংক্রান্ত বিভিন্ন অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান করা হয়েছে:

৪৯৩ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নারীকে প্রতারণামূলক আইনসম্মত বিবাহিত বলে বিশ্বাস সৃষ্টি করায়, কিন্তু আদৌ ওই বিয়ে যদি আইনসম্মতভাবে না হয়ে থাকে এবং ওই নারীর সঙ্গে যৌন-সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহলে অপরাধী ১০ বছর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবে।

৪৯৪ ধারায় উল্লেখ আছে, যদি কোনো ব্যক্তি এক স্বামী বা এক স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও পুনরায় বিয়ে করে, তাহলে দায়ী ব্যক্তি সাত বছর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবে এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে। তবে যে সাবেক স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় বিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে,বিয়ের সময় পর্যন্ত সে স্বামী বা স্ত্রী যদি সাত বছর পর্যন্ত নিখোঁজ থাকেন এবং সেই ব্যক্তি বেঁচে আছেন বলে কোনো সংবাদ না পান,তাহলে এ ধারার আওতায় তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধী বলে গণ্য হবেন না।

৪৯৫ ধারা অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয় বা পরবর্তী বিয়ে করার সময় প্রথম বা পূর্ববর্তী বিয়ের তথ্য গোপন রাখে, তা যদি দ্বিতীয় বাংলাদেশের আইনে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক ও শাস্তির বিধানবিবাহিত ব্যক্তি জানতে পারে,তাহলে অপরাধী ১০ বছর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবে এবং অর্থদন্ডেও দন্ডিত হবে।

৪৯৬ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি আইনসম্মত বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা ব্যতীত প্রতারণামূলকভাবে বিয়ে সম্পন্ন করে,তাহলে অপরাধী সাত বছর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে।

৪৯৭ ধারায় ব্যভিচারের শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে,যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো নারীর সঙ্গে তার স্বামীর সম্মতি ব্যতীত যৌনসঙ্গম করে এবং অনুরূপ যৌনসঙ্গম যদি ধর্ষণের অপরাধ না হয়,তাহলে সে ব্যক্তি ব্যভিচারের দায়ে দায়ী হবে, যার শাস্তি সাত বছর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডসহ উভয় দন্ড। এ ক্ষেত্রে নির্যাতিতাকে অন্য লোকের স্ত্রী হতে হবে। তবে ব্যভিচারের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের কোনো শাস্তির বিধান আইনে নেই।

৪৯৮ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো বিবাহিত নারীকে ফুসলিয়ে বা প্ররোচনার মাধ্যমে কোথাও নিয়ে যাওয়া এবং তাকে অপরাধজনক উদ্দেশ্যে আটক রাখা অপরাধ। এ ধারা অনুযায়ী অপরাধী ব্যক্তি দুই বছর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডসহ উভয় ধরনের শাস্তি পাবে।

ভারতীয় আইনে, ৪৯৭ ধারাতেই বলা আছে, "কোনও পুরুষ যদি জেনেশুনে কোনও বিবাহিত মহিলার সঙ্গে তাঁর স্বামীর সম্মতি না নিয়ে বা তাঁর অজান্তে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন, এমন শারীরিক সম্পর্ক ধর্ষণ হিসেবে গণ্য

করা না গেলেও তা ব্যভিচারের সমান অপরাধ হিসেবেই গণ্য হবে এবং শাস্তিস্বরূপ সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদন্ড অথবা জরিমানা কিংবা উভয়ই প্রযোজ্য হতে পারে। যদিও, এক্ষেত্রে এমন সম্পর্ক যুক্ত বিবাহিত মহিলাকে অপরাধে যুক্ত থাকার জন্য কোনও শাস্তি দেওয়া যাবে না।"

৩১. এ ধরণের অনেক ঘটনা প্রতিনিয়ত আমাদের সমাজে ঘটে চলছে। যেমন :

কেসস্টাডি-১ : গাজীপুরের কাপাসিয়ায় স্বামীর পরকিয়ায় বাধা দেয়ায় শারমীন আক্তার (২৫) নামে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে স্বামীর পরিবার হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। - **পরকীয়ায় বাঁধা দেয়ায় হত্যা**, *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

কেসস্টাডি-২ : পরকীয়ায় মত্ত ছিলেন স্বামী মনজু নামের এক পুরুষ। ঘরে সুন্দরী স্ত্রী। আছে সন্তানও। এসব ফেলে পরনারীতে আসক্ত হয়ে পড়েছিল সে। আর সে দৃশ্য দেখে ফেলাই কাল হলো রোজিনার। হারপিক খাইয়ে হত্যা করা হলো তাকে। প্রায় দুই মাস মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে মারা গেলেন রোজিনা। এ ঘটনায় তোলপাড় চলছে সিলেটের দক্ষিণ সুরমায়। পারিবারিক সূত্র জানায়, রোজিনার বাবা আব্দুল খালিক হলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। ২০১৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর জালালপুর ইউনিয়নের শেখপাড়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালিকের মেয়ে রোজিনা বেগম ও পার্শ্ববর্তী কুচাই ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামের মৃত মখলিছুর রহমানের ছেলে মো. ইমানুর রহমান মনজুর সঙ্গে বিয়ে হয়। বিয়ের পর রোজিনার সংসারে একটি ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ভালোই চলছিলো তাদের সংসার। এর মধ্যে আরেক মহিলা এসে জুটে স্বামী মঞ্জুরের কাছে। ওই মহিলার সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্ক গড়ে উঠে মঞ্জুরের।-**স্বামীর পরকীয়ার প্রতিবাদ করায় স্ত্রীকে হারপিক খাইয়ে হত্যা**, *সিলেটের দিনকাল*,আগস্ট ২৯, ২০১৯

কেসস্টাডি-৩ : পরকীয়া করে অন্য পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার সময় মাকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে মেয়ের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় মেয়ে তামান্না ও তারা বাবা বিজ্ঞান ওরফে রাসেলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।পুলিশ জানায়, মেরিনা বেগমের স্বামী রাসেল ব্যবসার প্রয়োজনে দূরে থাকতেন। সেই সুযোগে স্ত্রী মেরিনা পরকীয়ায় লিপ্ত হয়ে পড়েন। পরকীয়ায় আসক্ত হয়ে ওই পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালালে স্বামী ও মেয়ে এতে বাধা হয়ে দাঁড়ান। রবিবার রাতে মেরিনা বাসা থেকে বের হয়ে যেতে চাইলে মেয়ে তামান্না ওড়না দিয়ে মায়ের গলায় প্যাচ দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করেন। এতে শ্বাসরোধ হয়ে মারা যান মেরিনা। খবর পেয়ে পুলিশ সোমবার সকালে মেরিনার লাশ উদ্ধার করে। ঘটনার পরেই পুলিশ স্বামী রাসেল এবং মেয়ে তামান্নাকে গ্রেফতার করে। -**পরকীয়ার অভিযোগে মাকে হত্যা করলেন মেয়ে**, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

কেসস্টাডি-৪ : পরকীয়া সন্দেহে পলাশে শাহানাজ আক্তার (২৪) নামে এক গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনা ওই গৃহবধূর স্বামী এরশাদুল ইসলামসহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ সোমবার দুপুরে পলাশ উপজেলার ডাঙ্গা ইউনিয়নের ইসলামপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। - **পলাশে পরকীয়ার জেরে গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা**, *যুগান্তর*, ০৮ জানুয়ারি ২০১৯

৩২. *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২ জুন ২০১১ খ্রি.

৩৩. *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৯ জুন ২০১১ খ্রি.

৩৪. *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২৬ জানুয়ারী ২০১২ খ্রি.

৩৫. *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২১ আগস্ট ২০১১ খ্রি.

৩৬. *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৫ আগস্ট ২০১৭ খ্রি.

৩৭. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১০ জুন ২০২০ খ্রি.

৩৮. আল-কুর'আন, ২৪ : ২

৩৯. আল-কুর'আন, ২৪ : ৩

৪০. আল-কুর'আন, ৪ : ৩৪

৪১. ইবন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৭২১

৪২. আল-কুর'আন, ৪ : ৩৪

৪৩. কুরতুবী, *আল-জামি লি আহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৭০

৪৪. তাবারী, *জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৯০

৪৫. আল-কুর'আন, ২ : ২১৭

৪৬. আল-কুর'আন, ৬ : ১০৮

৪৭. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৯৭৬২

৪৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্র (সিআইআইডি) এবং বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছর জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিবসকে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। -*ভোরের কাগজ*, শুক্রবার, ২৭ মে ২০১৬

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনপ্রিয় উক্তি 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' উদ্ধৃত করে দেশে সব ধর্মের মানুষ কীভাবে শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করছে তা তুলে ধরেছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। জাতিসংঘ সদর দফতরে 'বৈষম্য, বৈরিতা ও সহিংসতা বন্ধে ঘৃণাত্মক বক্তব্য মোকাবিলা ও উসকানি প্রতিরোধ : জাতিসংঘ ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমন্বয়' শীর্ষক এক সাইড ইভেন্টে বক্তব্যে বাংলাদেশে বিদ্যমান আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির কথা তুলে ধরেন তিনি। -*প্রতিদিনের সংবাদ*, ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

৪৯. বাংলা ভাষায় অঞ্চলভেদে ভিন্ন উচ্চারণ হয়ে থাকে। ভাষাবিদ সুকুমার সেন বাংলা উপভাষার শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাংলা ভাষা উচ্চারণ ভিত্তিতে আলাদা। তাই, বাংলা উপভাষা পাঁচ প্রকার:

১. **রাঢ়ী উপভাষা :** পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া (পূর্ব), হুগলী, হাওড়া, কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এই উপভাষার প্রচলন লক্ষ করা যায়। এই উপভাষাকে ভিত্তি করে প্রমিত বাংলা গঠন করা হয়েছে। এখানকার উপভাষার উদাহরণ হলো : 'ন' 'ল' রূপে এবং 'ল' 'ন' রূপে উচ্চারণ লক্ষ করা যায়। যেমন : নৌকা >লৌকা, নয় >লয় ;লুচি >নুচি, লেবু >নেবু ইত্যাদি।

২. **বাঙ্গালী উপভাষা :** এটি অধুনা বাংলাদেশের প্রধান উপভাষা। ঢাকা বিভাগ, ময়মনসিংহ বিভাগ, খুলনা বিভাগ, বরিশাল বিভাগ, বৃহত্তর কুমিল্লা-নোয়াখালী এবং ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আছে এই উপভাষা। ভাষাভাষী সংখ্যা বিবেচনায় এই উপভাষাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত। এখানকার উপভাষার উদাহরণ হলো : এ >অ্যা (কেন > ক্যান), উ >ও (মুলা > মোলা), ও >উ (দোষ >দুষ), র >ড় (ঘর >ঘড়) ধ্বনিতে পরিবর্তন ঘটে। গুল, গুলাইন দিয়ে বহুবচন পদ গঠিত হয়। যেমন- বাত গুলাইন খাও। গৌণকর্মে 'রে' বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যেমন : 'আমারে মারে ক্যান।'

৩. **বরেন্দ্রী উপভাষা :** উত্তরবঙ্গের মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের লোকমুখের ভাষা হল এটি। এ উপভাষার উদাহরণ : অপ্রত্যাশিত স্থানে 'র' আগম বা লোপ। আবার গৌণকর্মে 'কে', 'ক' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন : 'হামাক দাও।'

৪. **ঝাড়খণ্ডী উপভাষা :** পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া,বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান জেলা ও ঝাড়খন্ডের বোকারো, ধানবাদ, সড়াইকেলা, পূর্ব ও পশ্চিম সিংভূম জেলা এবং ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলায় এই উপভাষা প্রচলিত। এ উপভাষার উদাহরণ : প্রায় সর্বত্র 'ও'-কার লুপ্ত হয়ে 'অ'-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন : লোক >লক, মোটা >মটা, ভালো >ভাল, অঘোর >অঘর। আর ক্রিয়াপদে স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয়ের প্রচুর প্রয়োগ। যেমন- যাবেক, খাবেক, করবেক।

৫. **রাজবংশী উপভাষা :** পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার; আসামের বঙাইগাঁও, কোকড়াঝাড়, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী জেলা ও বাংলাদেশের রংপুর বিভাগ এর সব জেলায় এটি প্রচলিত। বরেন্দ্রী ও বঙ্গালী উপভাষার মিশ্রণে এই ভাষা গড়ে উঠেছে। এ উপভাষায় 'র' এবং 'ড়' ও 'ন' এবং 'ল'-এর বিপর্যয় লক্ষ করা যায়। যেমন : বাড়ী >বারি, জননী >জলনী। আবার শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাতের জন্য 'অ', 'আ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন- অসুখ >আসুখ, কথা >কাথা।

-সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* (কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯); সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*, ২০০০ খ্রি.); SK Chatterji, *The Origin and Development of the Bengali Language* (Calcutta : Calcutta University, 1926), p. 324; CP Masica, *The Indo-Aryan Languages* (Cambridge : Cambridge University Press, 1991), p. 623.

৫০. আল-কুর'আন, ৩০ : ২২

৫১. বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৪৭০৫

৫২. বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৪৬৯৯

হাদিসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

عَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَقْرَأَنِيهَا فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَرْسِلْهُ اقْرَأْ ». فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِى سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «هَكَذَا أُنْزِلَتْ ». ثُمَّ قَالَ لِىَ «اقْرَأْ ». فَقَرَأْتُ فَقَالَ «هَكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ».

উমর বিন খাত্তাব বলেন: আমি হিশাম বিন হাকিম বিন হিযামকে সূরা আল-ফুরকান আমি যেভাবে পড়তাম, যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে শিখিয়েছিলেন, তা অপেক্ষা ভিন্ন এক পদ্ধতিতে পড়তে শুনলাম। আমি তার সাথে তর্ক করতে উদ্যত হলাম, কিন্তু তিনি তা শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। অত:পর আমি তার চাদর ধরে তাকে রাসূলুল্লাহ(সা.)এঁর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এই ব্যক্তিকে এমন পদ্ধতিতে সূরা আল-ফুরকান পড়তে শুনেছি যা আপনি আমাকে যেভাবে শিখিয়েছেন তা অপেক্ষা ভিন্ন। এই প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে ছেড়ে দিতে বললেন এবং তাকে তিলাওয়াত করতে বললেন। তিনি তখন সেই পদ্ধতিতে পড়লেন যেই পদ্ধতিতে আমি তাকে পড়তে শুনেছিলাম। রাসূলুল্লাহ(সা.) তখন বললেন: এভাবেই এটা নাযিল হয়েছে। তিনি তখন আমাকে তিলাওয়াত করতে বললেন এবং আমি তিলাওয়াত করলাম। তিনি বললেন: এভাবেই এটা নাযিল হয়েছে। কুরআন সাতটি হরফে নাযিল হয়েছে। কাজেই সেগুলোর ভেতর হতে যেটা সহজ মনে হয় সেভাবেই তিলাওয়াত করো। -মুসলিম, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১৯৩৬

৫৩. উলামারা অনেক আগে থেকেই এই সাত হারফ দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা নির্ণয় করতে গিয়ে মতভেদ করেছেন। তবে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মত সম্পর্কে শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ বলেন,

أحسن الأقوال مما قيل في معناها أنها سبعة أوجه من القراءة تختلف باللفظ وقد تتفق بالمعنى وإن اختلفت بالمعنى: فاختلافها من باب التنوع والتغاير لا من باب التضاد والتعارض

এই বিষয়ে উলামাদের থেকে বর্ণিত সর্বাধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো যে এই সাবআতুল আহরুফ কিরাতের সাতটি বিশেষ পদ্ধতি যা শব্দের দিক থেকে আলাদা হলেও অর্থের দিক থেকে এক। আর যদি ও অর্থের দিক থেকে একে অপরের থেকে ভিন্নও হয় , তবে তা বৈচিত্র্যের দিক থেকে সামগ্রিকভাবে একে অপরের বিরোধী নয়" -https://islamqa.info/ar/5142.

৫৪. আল-কুর'আন, ২৪ : ৩১

৫৫. আল-কুর'আন, ৩৩ : ৫৯

৫৬. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-২২০৯৮

হাদিসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ

"যে ব্যাক্তি অহংকার বশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করবে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না" এ বিধান ঐ ব্যাক্তির জন্য যে অহংকার বশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরে।" -বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৩৪৬৫

৫৭. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১২২৪৮

৫৮. মালিক ইবন আনাস, *আল-মুআত্তা* (মুআস্সাসাতু ঝায়িদ ইবন সুলতান, ২০০৪ খ্রি.), হাদিস নং-২০০৬

৫৯. এ সম্পর্কে আলিমগণের মন্তব্য হলো : গায়ে হলুদ শুধু আমাদের বাঙালি কালচারের একটি অন্যতম বিষয়। এটি যদি ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে ভুল হবে। এটি হচ্ছে এলাকার প্রচলন (ইসলামী আইনের একটি মুলনীতি যাকে উরফ বলে)। সৌন্দর্যের জন্য এটি করা যেতে পারে। তবে বর্তমানে যে ছেলেরা মেয়েদের আবার মেয়েরা ছেলেদের আনুষ্ঠানিকভাবে গায়ে হলুদ দেয় তা শরীয়াত গর্হিত ও গুনাহের কাজ। তাই মুহরিমদের দ্বারা তা সম্পন্ন হলে গুনাহের মধ্যে পড়বে না।

www.youtube.com/watch?time_continue=186&v=S3iaOh9eXhM&feature=emb_logo;www.youtube.com/watch?v=xptp OP8wGKs; www.youtube.com/watch?v= K99ER45jJLM. Accessed on 11 July 2023

জমা প্রদানের তারিখ : ২৪.০৮.২০২৩
গৃহীত হবার তারিখ : ১৮.১০.২০২৩